Naya Jamana Night Edition_Layout 1 30-08-2026 21:51 Page 1

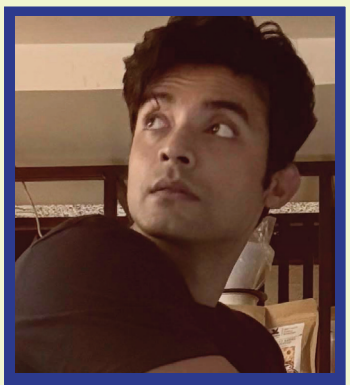

মধ্যরাতে কলকাতায় ভূতুড়ে কাণ্ড! হাড়হিম অভিজ্ঞতা রণজয়ের

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১২ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। রবিবার ৩০ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬৮ সংখ্যা ।। ৮পাতা

নজরে 'চিকেনস নেক'-এর নিরাপত্তা!

ভেনেজুয়েলার ৬৫ বিলিয়ন ব্যারেল তেল হাতাল আমেরিকা!

নেপালে নিখোঁজ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৯৩৩ কর্মী

উজবেকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ইউরেনিয়াম চুক্তি মোদির!

সরকারি দপ্তরে বসছে জনতার দরবার

সরাসরি অভাব-অভিযোগ শুনবেন আধিকারিকরা

নয়া জামানাঃ সাধারণ মানুষের কথা শুনতে এবার বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সপ্তাহে একদিন মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং দ্রুত তার সমাধান করেন। এবার সেই আদলেই সরকারি আধিকারিকদেরও সরাসরি জনসাধারণের কথা শুনতে হবে বলে নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। শহর থেকে জেলা, এমনকি ব্লকস্তর পর্যন্ত ফিল্ড-লেভেল অফিসারদের আওতায় আনা হয়েছে এই ব্যবস্থা।নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মানুষ সরাসরি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। এর জন্য কোনও আগাম অনুমতি বা অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন হবে না।জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, বিডিও, পুরসভার কমিশনার, পুলিশ আধিকারিক-সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্তারা এই উদ্যোগে যুক্ত থাকবেন। ওই সময়ে যতটা সম্ভব বৈঠক বা সরকারি সফর

এড়িয়ে চলার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।মানুষের সুবিধার্থে আধিকারিকদের ইমেল ও মোবাইল নম্বর প্রকাশ্যে রাখতে হবে এবং সরকারি ওয়েবসাইটেও তা জানাতে হবে। কোন দপ্তর কবে ও কখন মানুষের সঙ্গে দেখা করবে, তা নোটিস দিয়ে আগেভাগে জানানোর কথাও বলা হয়েছে। শুধু অভিযোগ শোনাই নয়, তার ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হল, তার হিসাবও রাখতে হবে। এজন্য আপনার সরকার আপনার পাশে পোর্টালে অভিযোগ ও পদক্ষেপ নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।গোটা প্রক্রিয়া নিয়মিত নজরদারি চালাবে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর। ডিজিটাল ব্যবস্থায় স্বচ্ছন্দ নন এমন মানুষের কথা ভেবেই এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর দরবারের ধাঁচেই এবার সরকারি দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য।

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে অভিষেককে তলব

ডাক পেলেন ডেরেকও

নয়া জামানা ঃ ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে বিপাকে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অফিসে অবৈধ বিলবোর্ড খোলা নিয়ে অশান্তির ঘটনায় তাঁকে তলব করল পুলিশ। মঙ্গলবার বেলা ১২টায় শেক্সপিয়র সরণী থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। তাঁর পাশাপাশি তলব করা হয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনকেও। তাঁকে সোমবার থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের হোর্ডিং ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। হোর্ডিং অবৈধ বলে অভিযোগ তুলে তা ভাঙতে পুলিশ নিয়ে পৌঁছন পুরসভার কর্মীরা। অভিযোগ, অফিসে ঢুকতেই বাধা পান তাঁরা, শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের তীব্র বচসা। ঘটনাস্থলে পৌঁছন অভিষেক ও ডেরেক নিজেও। এরপর প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে পুলিশ ও অফিস-কর্মীদের হাতাহাতি। অভিযোগ, পুরকর্মীকে হেনস্থা এবং উর্দিধারী পুলিশের গায়ে হাত তোলেন তৃণমূল কর্মীরা, অথচ গোটা ঘটনা সামনে ঘটলেও অভিষেক তাঁদের বাধা দেননি।এই ঘটনায় দায়ের হওয়া তিনটি মামলার একটিতে অভিষেককে তলব করা হয়েছে। ডেরেকের বাড়িতে শনিবার নোটিস দিতে গিয়েও তা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। রবিবার ফের নোটিস নিয়ে পৌঁছয় পুলিশ, তখন বাড়ির এক কর্মী তা গ্রহণ করেন।এদিকে হোর্ডিং ভাঙা বেআইনি দাবি করে হাইকোর্টে যান অভিষেক। শুক্রবার বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, সাইনবোর্ড ইতিমধ্যেই ভাঙা হয়ে যাওয়ায় মামলার প্রাসঙ্গিকতা নেই। অভিষেকের বিরুদ্ধে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস জবরদখলের অভিযোগও তুলেছে বাড়ির মালিকপক্ষ। ২০২০ সালের চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে কালীঘাট তৃণমূলকে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে।

২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ

সময় চেয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি

নয়া জামানাঃ ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুরু হওয়া ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে ফের আদালতের দ্বারস্থ হল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত ৩১ অগস্টের বর্ধিত সময়সীমা ফুরনোর আগেই আগামী বছরের ৩১ মে পর্যন্ত, অর্থাৎ আরও আট মাস সময় চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সচিন সচদেবার বেঞ্চে এই আর্জির শুনানি হতে চলেছে।প্রথম দফায় সুপ্রিম কোর্ট ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেও পরে তা বাড়িয়ে চলতি বছরের ৩১

অগস্ট করা হয়েছিল। সেই মেয়াদ শেষেই ফের আবেদন জমা পড়ল। এ নিয়ে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ইতিমধ্যেই দীর্ঘ বিলম্ব হয়েছে এবং দ্রুত আইনি জটিলতা কাটিয়ে যোগ্যদের নিয়োগ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ৪৪টি বিষয়ের অ্যানসার কি প্রকাশের পর প্রায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার অভিযোগ জমা পড়ে, যা খতিয়ে দেখতে গঠন করতে হয় বিশেষ রিভিউ কমিটি। পাশাপাশি ৫ লক্ষেরও বেশি ওএমআর শিট তিনবার স্ক্যান করতে হয়। রাজ্য নির্বাচনের পর কমিশনের চেয়ারম্যান-সহ পাঁচ জোনের আধিকারিকদের পদত্যাগে কাজের গতি ধাক্কা খায়। এছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হওয়ায় নীতিগত জটিলতাও দেখা দেয়।আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নবম-দশমে ২ লক্ষ ৯৩ হাজার এবং একাদশ-দ্বাদশে ২ লক্ষ ২৯ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কমিশনের দাবি, একাদশ-দ্বাদশে প্যানেল চূড়ান্ত হয়েছে এবং ৩৩টির মধ্যে ২১টি বিষয়ে কাউন্সেলিং শেষে ৩৫৮৬ জনের নিয়োগের সুপারিশ পাঠানো হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে।

সরকারি দফতরে প্রিপেড স্মার্ট মিটার

সেপ্টেম্বর থেকেই চালু

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের সাধারণ মানুষের বাড়িতে জোর করে বা বাধ্যতামূলকভাবে স্মার্ট মিটার বসানো হবে না বলে বিধানসভায় স্পষ্ট জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে ছবিটা আলাদা। নবান্ন সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যের সরকারি দফতরগুলিতে চালু হয়ে যাচ্ছে প্রিপেড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা। প্রায় ৪৪ হাজার সরকারি অফিসে ইতিমধ্যে মিটার বসানোর কাজ প্রায় সম্পন্ন। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা ৩১ অগস্টের মধ্যে গোটা ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্য স্থির করেছে।বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সমস্ত সরকারি দফতরে প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধান, রাজ্য পুলিশের ডিজি ও জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে মোট সরকারি অফিসের সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার হলেও, বর্তমানে ৪৪ হাজারে ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ধাপে ধাপে ১০০ শতাংশ দফতরকেই এর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।নতুন ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের মোবাইল নম্বর ডাবলুবিএসইডিসিএল-এর পোর্টালে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ওই নম্বরেই পাঠানো হবে বকেয়া বিলের পরিমাণ ও জমার শেষ তারিখের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মূলত ৫০ কিলোওয়াটের মধ্যে অনুমোদিত লোডযুক্ত পোস্টপেড সংযোগগুলির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রিপেডে যাওয়ার আগে দফতরগুলিকে একটি শেষ পোস্টপেড বিল দেওয়া হবে, যা তৈরির তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে মেটাতে হবে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 30-08-2026 21:51 Page 2

জনপ্রিয় নেত্রী

৩০ আগস্ট ।। ২০২৬

নয়া জামানা

জনসেবা থেকে প্রশাসন

মানিকচকের রাজনীতির লড়াকু মুখ পল্লবী মন্ডল

টিনা প্রামাণিক ।। নয়া জামানা

মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুরের এক ছোট্ট গ্রাম ধনরাজগ্রাম। সেখানে এক সাধারণ পরিবারের কন্যা হিসেবে জন্ম ও বেড়ে ওঠা পল্লবী মন্ডলের। আজ ৩৪ বছর বয়সে এসে তিনি মানিকচকের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল, লড়াকু ও ব্যতিক্রমী নাম। মানিকচক বিধানসভার একমাত্র পরিচিত ও শক্তিশালী মহিলা বিজেপি মুখ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এক রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হওয়ায় খুব ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির পরিবেশ তাঁর চেনা। কাকা অজিত মন্ডলের জনসেবামূলক কাজ দেখে পল্লবীর মনে রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের সেবা করার স্বপ্ন জন্ম নেয় ।তবে পল্লবীর জনসেবার যাত্রা কিন্তু রাজনীতিতে আসার অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই অন্যান্য আর দশটা সাধারণ বাচ্চার মতো কেবল নিজের কথা ভাবা তাঁর স্বভাব ছিল না। অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের অধিকারী পল্লবী যখন পুরানীগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন, তখ নই খেয়াল করতেন সহপাঠীদের মধ্যে অনেকে প্রতিদিন টিফিন আনে না এবং সারাদিন না খেয়ে থাকে। শিশুদের এই কষ্ট তাঁকে ভীষণভাবে ব্যথিত করত। বাবার মিষ্টির দোকানের টাকার বাক্স থেকে লুকিয়ে খুচরো টাকা নিয়ে যেতেন তিনি। সেই টাকায় টিফিন কিনে এনে না-খেয়ে থাকা বন্ধুদের মুখে তুলে দিতেন। শৈশবের সেই ছোট্ট আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই যেন ভবিষ্যতের এক দূরদর্শী ও দয়ালু সমাজসেবীর পথ তৈরি করে দিয়েছিল ।নিজের গ্রামের স্কুলেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর পল্লবী মথুরাপুর তিলক সুন্দরী হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকেই অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য বিহার বোর্ডে ভর্তি হন এবং সাফল্যের সাথে বিএ পাস করেন। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পরপরই পারিবারিক সম্মতিতে তাঁর বিয়ে হয় এবং সংসার জীবন শুরু হয় ।সংসারের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তাঁর ভেতরে সুপ্ত থাকা জনসেবার ইচ্ছেটা তাঁকে থমকে যেতে দেয়নি। ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সক্রিয় রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ করেন পল্লবী। প্রথমবারই নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে নাজিরপুর-খ য়েরতলা এলাকা থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার নির্বাচিত হন। এটাই ছিল তাঁর জনপ্রতিনিধি হিসেবে রাজনীতির নতুন অধ্যায় ।দক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে তিনি দ্রুত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আস্থা অর্জন করেন। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মন্ডল সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। শুধু দলীয় সংগঠন সামলানোই নয়, সাধারণ মানুষের যেকোনো প্রয়োজনে মাঠ-ময়দানে ছুটে যাওয়ার কারণে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ২০২১ থেকে ২০২৩ সময়কালে তিনি দক্ষিণ মালদা এসসি মোর্চার সহ-সম্পাদিকার দায়িত্ব সামলান। ২০২৩ সালে তাঁকে দলের মন্ডল সেক্রেটারি করা হয়। রাজনীতির কঠিন মাঠে এক একজন পুরুষ সহকর্মীর পাশাপাশি নিজের স্থান শক্ত করে ২০২৫ সালের শেষভাগে তিনি মানিকচক বিধানসভার মহিলা মোর্চার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।রাজনীতিতে তাঁর এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও মানুষের ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও। এ বছরও তিনি আবারও বিপুল সমর্থন পেয়ে জয়লাভ করেন এবং দ্বিতীয়বারের জন্য মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার নির্বাচিত হন। তাঁর এই ধারাবাহিক নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সহ-সভাপতি পদে আসীন হন ।আজ এত বড় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েও পল্লবী মন্ডল মাটির কাছাকাছি থাকা এক মানুষ। পদ কিংবা মর্যাদা তাঁকে সাধারণ মানুষের থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারেনি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবেও তিনি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিঃশব্দে রক্তদান শিবির যাওয়া, দুস্থ মানুষের জন্য বস্ত্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করা সহ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে তিনি সদাতৎপর। যেকোনো বিপদে-আপদে এলাকার মানুষের পাশে ছুটে যাওয়া তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় একশো দুস্থ পরিবারের কঠিন সময়ে; পরিবারের কারও মৃত্যুতে কিংবা কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার বিয়েতে আর্থিক ও মানসিকভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন পল্লবী ।নিজের এই সফল রাজনৈতিক পথচলা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে পল্লবী মন্ডল জানান, পদ পাওয়াটা তাঁর কাছে কোনো উদযাপনের বিষয় নয়, বরং দায়িত্ব আরও বেড়ে যাওয়া। আগামীদিনে সাধারণ মানুষের জন্য আরও ভালো কাজ করতে চান তিনি। মানিকচকের প্রতিটি সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষ যাতে সমস্ত সরকারি সুবিধা সঠিকভাবে পান, সেই বিষয়ে তিনি প্রতিনিয়ত নজর রাখবেন এবং সাধারণের অধিকার ছিনিয়ে আনতে সর্বদা সরব থাকবেন ।রাজনৈতিক পরিচয় ছাপিয়ে আজ পল্লবী মন্ডল মানিকচকের প্রতিটি ঘরের মেয়ে, এক লড়াকু সহযোদ্ধা। শৈশবের সেই বাবার মিষ্টির দোকানের খুচরো পয়সা চুরি করে বন্ধুদের টিফিন খাওয়ানো মেয়েটি আজ এক বিশাল অঞ্চলের মানুষের ভরসার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছেন। মানিকচকের রাজনীতিতে পল্লবীর এই উত্থান কেবল এক রাজনৈতিক নেত্রীর গল্প নয়, এটি এক সাধারণ নারীর অদম্য ইচ্ছাশক্তি, দয়া এবং জনসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত।

মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুরের এক ছোট্ট গ্রাম ধনরাজগ্রাম। সেখানে এক সাধারণ পরিবারের কন্যা হিসেবে জন্ম ও বেড়ে ওঠা পল্লবী মন্ডলের। আজ ৩৪ বছর বয়সে এসে তিনি মানিকচকের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল, লড়াকু ও ব্যতিক্রমী নাম। মানিকচক বিধানসভার একমাত্র পরিচিত ও শক্তিশালী মহিলা বিজেপি মুখ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এক রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হওয়ায় খুব ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির পরিবেশ তাঁর চেনা। কাকা অজিত মন্ডলের জনসেবামূলক কাজ দেখে পল্লবীর মনে রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের সেবা করার স্বপ্ন জন্ম নেয় ।তবে পল্লবীর জনসেবার যাত্রা কিন্তু রাজনীতিতে আসার অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই অন্যান্য আর দশটা সাধারণ বাচ্চার মতো কেবল নিজের কথা ভাবা তাঁর স্বভাব ছিল না।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 30-08-2026 21:51 Page 3

দেশদ্রোহী তকমার পাল্টা বয়ান

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরল সিপিএম

নয়া জামানাঃ গেরুয়া শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক লড়াইয়ের বার্তা আগেই দিয়েছিল সিপিএম। এবার বিজেপির দেশদ্রোহী তকমার পালটা বয়ান গড়ে তুলতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সামনে আনল তারা। স্বাধীনতার ৭৯ বছর পর ফের রাষ্ট্রবাদ ও দেশপ্রেমের সংজ্ঞা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে কল্যাণীর ঋত্বিক সদনে সিপিএমের বর্ধিত অধিবেশন ঘিরে আয়োজিত হয়েছে একটি বিশেষ প্রদর্শনী।ঋত্বিক সদনের প্রবেশপথে সাজানো হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী এবং পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ছবি। তাঁদের জীবন ও সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছেন মেজর জয়পাল সিং, সরোজ মুখোপাধ্যায়, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত, মাস্টারদা সূর্য সেন, এ কে গোপালন, হরকিষেণ সিং সুরজিৎ, মুজফ্‌ফর আহমদ, লক্ষ্মী সেহগল, চন্দ্রশেখর আজাদ, আশফাকুল্লা খান, ভগৎ সিং, পি সি জোশি এবং এম এন রায়ের মতো একাধিক পরিচিত ও বিস্মৃত মুখ।সিপিএমের বক্তব্য, তালিকাটি কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাকে একই পরিসরে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নিয়েছিলেন, কেউ শ্রমিক-কৃষকের সংগঠন গড়েছিলেন, আবার কেউ দীর্ঘদিন কারাবন্দি ছিলেন।

স্বাধীনতার পরও অনেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী জানান, ইতিহাসের পথ সরলরেখায় এগোয়নি। একই ব্যক্তি জীবনের এক পর্যায়ে বিপ্লবী, পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এই বহুমাত্রিক ইতিহাসই প্রদর্শনীর মূল বক্তব্য।প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নদিয়া জেলার ভূমিকা এবং জেলার কৃষক

আন্দোলনের ইতিহাসও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে এই প্রদর্শনীকে বিজেপির দেশদ্রোহী অভিযোগের পালটা ঐতিহাসিক বক্তব্য হিসেবেই দেখছে সিপিএম।

পুরভোটে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাই প্রার্থী বাছাইয়ের মূল মাপকাঠিসুকান্ত

নয়া জামানা,কলকাতাঃ সামনে কলকাতা-সহ রাজ্যের পুরভোট। নভেম্বর নাগাদ পুরভোট করার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার;এমনই ইঙ্গিত মিলেছে মুখ্যমন্ত্রী এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্যে। যদিও এখনও ভোটের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। তার আগেই পুরভোটের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে বিজেপি। দলের বিভিন্ন বিধায়ক ও মন্ত্রীকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরভোটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে।পুরভোটের প্রার্থী বাছাই নিয়ে এবার গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন সুকান্ত। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এখনও প্রার্থী নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তাড়াহুড়ো করে প্রার্থী বাছাইয়েরও প্রয়োজন নেই। তাঁর বক্তব্য, পুরভোটে

প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের সঙ্গে কে কতদিন যুক্ত, তা প্রধান বিবেচ্য হবে না। বরং জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাই হবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।সুকান্ত বলেন, প্রার্থীর ভাবমূর্তি, জনপ্রিয়তা এবং সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর পরিচিতি;এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর কথায়, লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দলের পুরনো না নতুন কর্মী, তা সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিবেচ্য হতে পারে, কিন্তু নির্বাচনে জিততে পারবেন এমন ব্যক্তিকেই প্রার্থী করা উচিত।সুকান্তের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ, এর আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইককে রাজ্যসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী করেছিল বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরদিনই যাদবপুরে দেওয়াল সাফাই

নয়া জামানা,কলকাতাঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শুরু হল দেওয়াল সাফাই। শনিবার সকাল থেকে প্রায় ছঘণ্টা ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ভবনের দেওয়াল থেকে রাজনৈতিক স্লোগান, বিতর্কিত লেখা ও বিভিন্ন গ্রাফিতি সাদা রঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

সময়ের এই মিল ঘিরে জল্পনা তৈরি হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি কোনও বিশেষ অভিযান নয়, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেনারেল মেনটেন্যান্স বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঠিকাদারের মাধ্যমে দুই দৈনিক মজুরির শ্রমিককে কাজে নামানো হয়। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরাও ছিলেন।

অরবিন্দ ভবন থেকে শুরু করে মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রযুক্তি ভবন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, পিজি সায়েন্স বিল্ডিং, নজরুল ভবন ও ওপেন এয়ার থিয়েটার-সহ একাধিক জায়গায় পুরনো দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতি ঢেকে দেওয়া হয়।এর মধ্যে চার্লি চ্যাপলিনের মুরাল, ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখা,কমরেড কিশেনজি দীর্ঘজীবী হোন স্লোগান এবং শরজিল ইমামকে ঘিরে লেখা ছিল। প্যালেস্টাইন, অড্রে লর্ড এবং ধর্মীয় বিষয়ক কিছু গ্রাফিতিও সাদা রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।ঘটনার আগে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাম্পাসের দেওয়াল লিখন ও আজাদি স্লোগান নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিকের দাবি, মাঝেমধ্যেই ক্যাম্পাসের দেওয়াল পরিষ্কার করা হয়।

এবারও নিয়ম মেনেই সেই কাজ হয়েছে। অন্যদিকে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, দেওয়াল মুছে ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। ছাত্র অলিভ দাসও জানান, প্রতিবাদের ভাষা মুছে দিলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলবে।

কাজের টোপে কিডনি পাচার রাজারহাটে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি নাগরিক

নয়া জামানা,কলকাতাঃ কাজের প্রলোভন দেখিয়ে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে কিডনি পাচারের অভিযোগে আন্তর্জাতিক চক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও বিধাননগর দক্ষিণ থানার যৌথ অভিযানে রবিবার রাজারহাটের চিনারপার্ক সংলগ্ন আটঘড়া ফুলতলা এলাকা থেকে চক্রের মূল মাথা বলে অভিযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিক রাসেল আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৮ অগস্ট সল্টলেকের সুকান্তনগরের বাসিন্দা মঙ্গল মণ্ডল অভিযোগ করেন, প্রভাস মণ্ডল নামে এক দালাল তাঁকে পঞ্জাবে মোটা বেতনের হাউসকিপিংয়ের কাজ দেওয়ার কথা বলে নিয়ে যায়। অভিযোগ, সেখানে অচেতন অবস্থায় তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয় এবং

পরে বাড়ি ফিরে তিনি জানতে পারেন, তাঁর একটি কিডনি নেই।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রভাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই রাসেলের নাম উঠে আসে বলে তদন্তকারীদের দাবি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আটঘড়ার একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে রাসেলকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।পুলিশের দাবি, গত পাঁচ মাস ধরে এলাকায় ভাড়া নিয়ে থাকা রাসেল জাল নথি ব্যবহার করে আধার ও ভোটার কার্ড তৈরি করেছিল। তার কাছ থেকে মানব অঙ্গ বিক্রির রেট চার্ট-সহ বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, মঙ্গলের কিডনি মোহালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে অন্য এক রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে বলে সন্দেহ।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 30-08-2026 21:51 Page 4

সম্পাদকীয়

৩০ আগস্ট ২০২৬ ।। রবিবার

শহরের পরিচয় ফুটপাতে

কলকাতার ফুটপাত হঠাৎই সরগরম। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, ফুটপাতে আগুন জ্বেলে শিশুর দুধ গরম করা চলবে না। এর আগে বিভিন্ন এলাকার ফুটপাতে হকার বসা নিয়েও নিজের আপত্তি স্পষ্ট করেছিলেন মন্ত্রী। ফুটপাতে কী চলতে পারে, এবং কী পারে না, সে প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমার আশি ছুঁই-ছুঁই এক মেসোমশাইয়ের কথা বলি। বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে উত্তর কলকাতার এক ফুটপাতে পড়ে গিয়ে উরুর হাড় ভাঙলেন। অতঃপর, হাসপাতাল-যাত্রা, দীর্ঘ অস্ত্রোপচার। বহু প্রবীণ নাগরিককেই এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কারণ কলকাতার অধিকাংশ ফুটপাতেই সুস্থ ভাবে হাঁটার উপায় নেই।সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ফুটপাতে নিরাপদে হাঁটার অধিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অংশ। এই পর্যবেক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ শুধু আইনি কারণে নয়, নৈতিক কারণেও। একটি গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারগুলির একটি হল নিরাপদে হাঁটার স্বাধীনতা। বিশ্বের যে কোনও উন্নত দেশে পা রাখলেই সেটা বোঝা যায়। অথচ কলকাতার যে কোনও রাস্তায় একশো মিটার হাঁটলেই মনে হয়, বুঝি ফুটপাতের দায় শহরের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর, কেবলমাত্র পথচারীদের নির্বিঘ্নে হাঁটার প্রয়োজনটুকু ছাড়া।ফুটপাত সমস্যার কথা উঠলে প্রায় সব সময়ই সমস্ত দোষ হকার অথবা সেখানে ঘর বাঁধা মানুষদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই; সম্ভবত সেটা করা সবচেয়ে সহজ বলে। কিন্তু সেই হকারের পাশেই দেখা যায় কাফে বা খাবারের দোকান বেঞ্চ-টেবিল পেতে ফুটপাতকে 'ওপেন এয়ার রেস্তরাঁ'য় পরিণত করেছে। একটু এগোলেই দেখা যাবে ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা মোটরবাইক নিশ্চিন্তে ফুটপাত দখল করে দাঁড়িয়ে। কোথাও নির্মীয়মাণ বাড়ির ইট, বালি, সিমেন্ট ও লোহার রড মাসের পর মাস পথ আটকে রাখে। কোথাও বিদ্যুৎ বা টেলিকম সংস্থার বাক্স, কোথাও পাইপলাইন মেরামতের পরে খোঁড়া অংশ আর আগের অবস্থায় ফেরে না। কোথাও গাছের শিকড় উঠে এসে হাঁটার পথ গ্রাস করেছে। আবার কোথাও ফুটপাতেরই অর্ধেক অংশ দোকানের সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন কিংবা অস্থায়ী কাঠামোয় আটকে গিয়েছে। সমস্যাটির দায় তাই কোনও একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উপরে চাপানো যায় না। শহর থেকে ফুটপাতের অন্তর্ধান এবং যতটুকু ফুটপাত রয়েছে তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী আমরা অনেকেই।

এফসিআরএ সংশোধনী বিল বনাম সুশীল সমাজ

সুনীল মাইতি

প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

রামচন্দ্রপুর,মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধী সরকার যখন প্রথম 'ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট বা এফসিআরএ আইন প্রণয়ন করে তখন তার মূল চালিকাশক্তি ছিল এক তীব্র ভূ-রাজনৈতিক আশঙ্কা।ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, নির্বাচন এবং নীতি- নির্ধারণে বিদেশি পুঁজি ও গোয়েন্দা সংস্থার কালো ছায়া রোধ করাই ছিল সেই আইনের ঘোষিত লক্ষ্য। কালের নিয়মে বিশ্বায়ন উত্তর ভারতে পুঁজির প্রবাহ যেমন অবাধ হয়েছে তেমনই রাষ্ট্রের নজরদারির চশমাটিও বদলেছে।২০১০ এবং বিশেষত ২০২০ সালে এই আইনের যে আমূল পরিবর্তন ও সংশোধনী আনা হলো তা বর্তমানে ভারতের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কেবল একটি আইনি বা প্রশাসনিক রদবদল নয়,বরং ক্ষমতার ভারসাম্য ও গণতান্ত্রিক পরিসরের ওপর এক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের এক নতুন অধ্যায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এফসিআরএ সংশোধনীর প্রাসঙ্গিকতা আজ বহুমুখী। কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়। তাদের মতে; জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা এবং দেশের আভ্যন্তরী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিদেশী অর্থের অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে লাগাম টানা জরুরী। রাষ্ট্র একাধিকবার ইঙ্গিত দিয়েছে যে উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতি অঞ্চল কিংবা উপকূলীয় অঞ্চলের আন্তর্জাতিক অর্থপুষ্ট বহু বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওর উন্নয়নকাজের আড়ালে রূপান্তরকামী বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত।এছাড়া ধর্মীয় রূপান্তর কিংবা পরিবেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে দেশের মেগা- পরিকাঠামো ও শক্তি প্রকল্প স্তব্ধ করে দেওয়ার পেছনেও অনেক সময় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের আর্থিক উস্কানি থাকে বলে কেন্দ্র মনে করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সব এনজিওর জন্য দিল্লির স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রধান শাখায় হিসাব খোলা বাধ্যতামূলক করা,প্রশাসনিক খরচের সীমা ৫০ থেকে ২০ শতাংশে আনা এবং সংগৃহীত বিদেশি অর্থ অন্য কোনো ছোট সংস্থাকে পুনবন্টন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার যে বিধান ২০২০-র সংশোধনীতে যোগ করা হয়েছে তা আর্থিক স্বচ্ছতা আনার অনুশাসন বলেই রাষ্ট্র দাবি করে। কিন্তু রাজনীতির আসল খেলাটি লুক্কায়িত রয়েছে এর বিপরীত পৃষ্ঠে। ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ হলো নাগরিক সমাজ।যে সমস্ত অঞ্চলে বা ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পৌঁছাতে পারে না কিংবা যে বিষয়গুলোতে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে যায় যেমন মানবাধিকার রক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা,শ্রমিক অধিকার কিংবা প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা-সেখানে এনজিও ও নাগরিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।নতুন সংশোধনীর ফলে এই সমস্ত অলাভজনক সংস্থার মূল অর্থনৈতিক মেরুদন্ডটিই ভেঙে পড়েছে। বিদেশি ফান্ডের পুনবন্টন নিষিদ্ধ করায় তৃণমূল স্তরে কাজ করা হাজার হাজার ছোট ও মাঝারি সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ গুটাতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'শ্রিঙ্কিং গণতান্ত্রিক স্পেস'বা সংকুচিত নাগরিক স্বাধীনতা; এই সংশোধনী সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। সরকারবিরোধী সমালোচনা বা কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিরোধিতা করলেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করে দেওয়ার ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে নিয়মিত রূপ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষোভ প্রকাশ করে বহু মানবাধিকার সংস্থা ভারতের এই আইনি পরিবর্তনকে 'সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার কৌশল' বলে চিহ্নিত করেছে। এখানেই দেখা দেয় এক চরম আইনী ও রাজনৈতিক বৈপরীত্য। একদিকে যখন সামাজিক উন্নয়ন ও মানবাধিকার খাতে আসা সাধারণ এনজিও-গুলোর উপর কঠোরতম নজরদারিও আর্থিক শৃংখল চাপানো হচ্ছে, ঠিক অন্যদিকে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কিন্তু ভিন্ন নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। ২০১৬ এবং ২০১৮ সালের অর্থবিলের মাধ্যমে এফসিআরএ আইনে ব্যাকডেটেড বা অতীত প্রভাবী সংশোধনী এনে রাজনৈতিক দলগুলোকে বিদেশি কোম্পানির ভারতীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান থেকে নিঃশর্ত অনুদান নেওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক রায়ের পর বিষয়টি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। সুশীল সমাজ প্রশ্ন তুলছে; যে দেশে সামাজিক ও মানবিক কাজের জন্য আসা আন্তর্জাতিক অনুদানকে 'জাতীয় নিরাপত্তার ওপর হুমকি' হিসেবে দেখা হয়; সেই দেশেই রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিলে বিদেশি মালিকানাধীন কর্পোরেট সংস্থার কোটি কোটি টাকা ঢুকলে তা কিভাবে 'জাতীয় স্বার্থে' পরিণত হয়? সুতরাং এফসিআরএ সংশোধনীর রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা কেবল অর্থ লেনদেনের নীতিতেই সীমাবদ্ধ নেই; তা সরাসরি ভারতীয় গণতন্ত্রের চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত। এই আইন একদিকে যেমন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশি অপশক্তির হস্তক্ষেপ রোধ করার আইনি ঢাল অন্যদিকে শাসক দলের হাতে বিরোধীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার অব্যর্থ হাতিয়ার। রাষ্ট্রের এই অতি নিয়ন্ত্রণকামী মনোভাবের ফলে ভারতে যেমন একটা সমান্তরাল বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে তেমনই আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ভারতের মুক্ত ও উদার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং আইনানুগ অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যেকোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। কিন্তু সেই সার্বভৌমত্ব রক্ষার অজুহাতে যদি দেশের সুশীল সমাজ ও নিরপেক্ষ কণ্ঠস্বরকে পিষে ফেলা হয়, তবে গণতন্ত্রের মূল নির্যাসই বিনষ্ট হয়।এফসিআরএ সংশোধনীর ভবিষ্যৎ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করছে ভারতে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার কঠোরতা এবং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পাবে নাকি ভারত এক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হবে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধী সরকার যখন প্রথম 'ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট বা এফসিআরএ আইন প্রণয়ন করে তখন তার মূল চালিকাশক্তি ছিল এক তীব্র ভূ-রাজনৈতিক আশঙ্কা।ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, নির্বাচন এবং নীতি-নির্ধারণে বিদেশি পুঁজি ও গোয়েন্দা সংস্থার কালো ছায়া রোধ করাই ছিল সেই আইনের ঘোষিত লক্ষ্য।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 30-08-2026 21:51 Page 5

আভা আইডি নয়া ঝঞ্ঝাট, বাঁকুড়া মেডিক্যালে টিকিটের দীর্ঘ লাইন

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ চিকিৎসার প্রয়োজনে আধার কার্ডের মাধ্যমে 'আভা' আইডি তৈরি বাধ্যতামূলক হতেই চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আউটডোরের টিকিট কাউন্টারে প্রতিটি রোগীর তথ্য নথিভুক্ত করে আভা আইডি তৈরি করতে গিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে তীব্র কর্মী সংকট। অনুমোদন অনুযায়ী পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় সবকটি কাউন্টার চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিদিন ভোর থেকেই টিকিটের দীর্ঘ লাইন হাসপাতাল চত্বর ছাড়িয়ে গিয়ে ঠেকছে সংলগ্ন মূল রাস্তায়।খোলা আকাশের নিচে রোদ, ঝড় ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা। যেখানে সাধারণ পরিস্থিতিতে কয়েক মিনিটে টিকিট পাওয়া যেত, সেখানে এখন একেকটি

টিকিটের জন্য রোগীদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে দুই থেকে তিন ঘণ্টা। এর জেরে অনেক দূর থেকে আসা আশঙ্কাজনক রোগী নির্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসকের ঘরে পৌঁছাতেই পারছেন না, ব্যাহত হচ্ছে জরুরি চিকিৎসাসেবা।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্মীসংকটের কথা স্বীকার করলেও দ্রুত কোনো স্থায়ী সমাধান মেলে নি। অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে না পেরে কর্মীরাও হিমশিম খাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের এই দুর্ভোগ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দা ও সচেতন নাগরিকদের মধ্যে। তাঁদের মতে, প্রযুক্তিভিত্তিক পরিষেবা চালুর উদ্যোগ ভালো হলেও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও কর্মী নিয়োগ না করে এটি চাপিয়ে দেওয়াতেই এই বিপর্যয়। রোগীদের এই অন্তহীন কষ্ট লাঘবে অবিলম্বে কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকল্প দ্রুত ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন সকলে, অন্যথায় আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

আলিপুরদুয়ারে অবৈধ মদ সহ গ্রেফতার ১

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ২৫ লিটার অবৈধ মদ উদ্ধার করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয় এক দোকানদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রের খবর, আলিপুরদুয়ার থানার মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের যাত্রী মোড় সংলগ্ন একটি দোকানে দীর্ঘদিন ধরে লাইসেন্স ছাড়াই অবৈধভাবে মদ বিক্রি করা হচ্ছিল। এই খবরের সত্যতা যাচাই করে পুলিশ বাহিনী অতর্কিতে ওই দোকানে তল্লাশি অভিযান চালায় এবং সেখান থেকে ২৫ লিটার মদ

বাজেয়াপ্ত করে।অভিযানের সময় উক্ত দোকানদার মদ বিক্রির কোনো বৈধ কাগজপত্র বা লাইসেন্স দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশ তাঁকে দ্রুত আটক করে এবং পরে গ্রেফতার দেখায়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আবগারি আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় এলাকাকে অবৈধ কারবারমুক্ত করতে পুলিশ জানিয়েছে, এই ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

কেরালা থেকে ফেরার পথে এনজিপি-র কাছে নিখোঁজ ময়নাগুড়ির যুবক

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর সাপটিবাড়ির বাসিন্দা মইনুল হকের পুত্র রাজু হক গত নয় মাস আগে কাজের সূত্রে কেরালা গিয়েছিলেন। সম্প্রতি কেরালায় কাজ সেরে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ত্রিবান্দ্রম থেকে ট্রেনে চেপে রওনা দেন তিনি। কিন্তু ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি (এনজিপি) স্টেশনে ঢোকার ঠিক আগে থেকেই রাজুর মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খে ঁজ পাওয়া যায়নি এবং পরিবারের

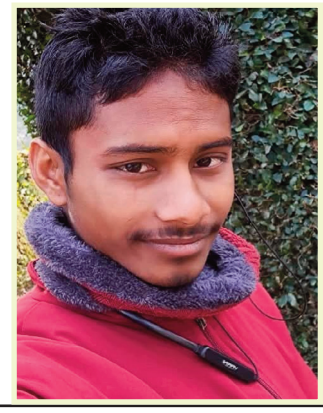

সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সে বাড়িতে না ফেরায় চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

কোনো সহৃদয় ব্যক্তি যদি রাজু হকের সন্ধান পান, তবে অবিলম্বে ময়নাগুড়ি থানা, ময়নাগুড়ি জিআরপি থানা অথবা পরিবারের মোবাইল নম্বর ৮৮৪৮৬৮৪২২৩-এ যোগাযোগ করার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে খপরাইলে ৮ম বাহিনী এসএসবির বিশেষ সাইকেল র‍্যালি

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ মহান হকি তারকা মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী স্মরণে এবং 'জাতীয় ক্রীড়া দিবস-২০২৬' উপলক্ষে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্টের আয়োজন করল খপরাইল স্থিত ৮ম বাহিনী সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। ২৮ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত 'খেলেগা ভারত, জিতেগা ভারত' থিমের অধীনে এই কর্মসূচিগুলি অনুষ্ঠিত হয়। উদযাপনের শেষ দিনে, রবিবার সকালে খপরাইলে ৮ম বাহিনীর সদর দফতর থেকে একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। এই র‍্যালিতে বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে জওয়ানরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন।

র‍্যালিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে শারীরিক ফিটনেস, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা, মেধা এবং

ক্রীড়ার গুরুত্ব তুলে ধরা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বাহিনীর দ্বিতীয় কমান্ড অফিসার বৈভব সিং পরিহার খে লাধুলার সার্বিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, খেলাধুলা কেবল শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতেই সাহায্য করে না, বরং মানুষের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা, শৃঙ্খলাবোধ, আত্মবিশ্বাস, দলগত কাজের মানসিকতা এবং নেতৃত্বের মতো অনন্য গুণাবলী গড়ে তোলে। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে এসএসবি সদস্যদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ক্রীড়া দিবসের আনন্দ ও তাৎপর্যকে বহুলাংশে বাড়িয়ে তোলে। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয় এই তিন দিনব্যাপী বিশেষ ক্রীড়া আয়োজন।

রাখি শেষে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ২ যুবক, ধৃত গাড়িচালক

নয়া জামানা, খড়িবাড়িঃ রাখি উৎসবের আনন্দ শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। এই ঘটনায় যুক্ত চারচাকা গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত চালকের নাম নিতেশ সিং, যিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার খড়িবাড়ির কেলাবাড়ি সংলগ্ন ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি চারচাকা গাড়ি পানিট্যাঙ্কির দিকে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার তীব্রতায় বাইকে থাকা

পঙ্কজ কুমার ও বিজয় সাহানি নামের দুই যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।ঘটনার পরপরই স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু'জনেরই মৃত্যু হয়। উৎসবের দিনে দুই যুবকের এই অকালপ্রয়াণে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ঘাতক গাড়ির চালক নিতেশ সিংকে গ্রেফতার করে এবং তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ পুরো বিষয়টি খ তিয়ে দেখছে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 30-08-2026 21:51 Page 6

বর্ধমানে বিজেপির হাইভোল্টেজ সাংগঠনিক শিবির, শৃঙ্খলা ও বুথ মজবুত করার কড়া বার্তা

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ পশ্চিমবঙ্গে দলীয় সংগঠনকে নতুন করে সাজাতে এবং ভিত আরও শক্ত করতে বর্ধমানের একটি তিনতারা হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) দুই দিনব্যাপী উচ্চপর্যায়ের বিশেষ সাংগঠনিক শিবির। শনি ও রবিবার চলা এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য ও জেলাস্তরের প্রথম সারির শীর্ষ নেতৃত্ব, সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা সহ বহু দলীয় কার্যকর্তা।বৈঠকে মূলত দলের অভ্যন্তরীণ সংগঠন বিস্তার এবং বুথ স্তরের কর্মীদের আরও সক্রিয় করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গ্রামীণ ও শহর;উভয় অঞ্চলেই বুথ কমিটিগুলোকে পুনর্গঠন করে তৃণমূল স্তর থেকে পার্টিকে শক্তিশালী করতে হবে। এর পাশাপাশি দলের প্রতিটি স্তরে কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার কড়া বার্তা দেওয়া হয়। নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।দুই দিনের এই সম্মেলনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং স্থানীয় সমস্যা সমাধানে দলীয় কর্মীদের সরাসরি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কর্মী ও সমর্থকদের নতুন রাজনৈতিক উদ্যমে মাঠে নামার সঠিক দিকনির্দেশনা দিতেই এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

ইসলামপুরে প্রধান শিক্ষক হত্যায় জড়িত সন্দেহে আটক নারী ও মূল অভিযুক্ত

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ইসলামপুর থানার প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম হত্যা মামলার ২২ দিন পর পুলিশ দুই প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। ধৃতদের মধ্যে একজন নারী রয়েছে। ধৃতরা হল ইসলামপুরের বিবেকানন্দ পাড়ার বাসিন্দা মিন্নাতা পারভিন এবং অমলঝাড়ি গোলাপাড়ার বাসিন্দা মোশাররফ লালা।পুলিশের তদন্তকারী দল গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দিল্লি থেকে মোশাররফ লালাকে গ্রেপ্তার করে।

তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে ইসলামপুরে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে। অন্যদিকে, ইসলামপুরের আলিনগর এলাকা থেকে মিন্নাতা পারভিনকে আটক করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে মূল চক্রান্তকারী বা 'মাস্টারমাইন্ড' হিসেবে ওই নারীর হাত থাকতে পারে।উল্লেখ্য, গত ৮ আগস্ট ইসলামপুরের জাতীয় সড়কের পাশ থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নজরুল ইসলামকে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে তার মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে ধারাবাহিক তদন্ত শুরু করে।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ, মূল পরিকল্পনা এবং এতে অন্য কেউ জড়িত আছে কি না তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। রবিবার গ্রেপ্তার হওয়া নারী অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

দীর্ঘ ৯ বছর পর ভদ্রকালী চা বাগানে নতুন বিএমএস শ্রমিক কমিটি গঠন

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর পর উত্তর দিনাজপুরের ভদ্রকালী চা বাগানে বঙ্গীয় চা শ্রমিক সংগঠন-এর নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হল। রবিবার বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে আয়োজিত এক বিশেষ বৈঠকে জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। কয়েকটি ইউনিটকে একত্রিত করে মোট ৪০ জন সদস্যের এই নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে বিএমএস নেতৃত্ব।নবগঠিত এই কমিটিতে মোস্তফা কামাল সভাপতি, রবি হেমব্রম সম্পাদক এবং এরশাদ আলম সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। বিএমএস-এর জেলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কমল চন্দ্র বিশ্বাস জানান, দীর্ঘদিন পর গঠিত এই কমিটি শ্রমিকদের সংগঠিত করতে বড় ভূমিকা নেবে।নবনির্বাচিত নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য চা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা, তাঁদের ন্যায্য পাওনা আদায় এবং বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করা। মালিকপক্ষের থেকে শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা আদায়েও নতুন সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

রাস্তার বিবাদে প্রবীণকে মারধর, ঘুসি মেরে দাঁত ভাঙার অভিযোগ ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ রাস্তা সংক্রান্ত পুরনো বিবাদের জেরে আনুমানিক ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধকে মুখে ঘুসি মেরে দাঁত ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির পাশের রাস্তা নিয়ে অনিল রায়ের সঙ্গে প্রতিবেশীদের বচসা চলছিল।

পূর্বে গ্রাম্য সালিশি সভায় বিষয়টি মীমাংসা হলেও রবিবার আচমকা তন্ময় রায়, সুজন রায় ও জ্যোতির্ময় রায় সহ কয়েকজন তাদের গালিগালাজ করতে শুরু করে। অনিলবাবুর স্ত্রী কৌশল্যা রায় প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর অনিলবাবুকে মুখে সজোরে ঘুসি মেরে দাঁত ফেলে দেওয়া হয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারধর করা হয়। উদ্ধার করতে গেলে তাদের ছেলে প্রতাপ রায়কেও মারধরের চেষ্টা চলে।গুরুতর আহত অবস্থায় অনিলবাবুকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন কৌশল্যা দেবী। তবে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কুমারগঞ্জে বৈধ ভোটারদের নাম ফেরাতে আরএসপির আইনি শিবির

নয়া জামানা, পতিরাম ঃ এসআইআর তালিকায় বাদ পড়া বৈধ ভোটার এবং ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ব্যক্তিদের নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের গোপালগঞ্জ আর এন হাইস্কুলে আইনি সহায়তা শিবির ও আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করল আরএসপি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরএসপির জেলা সম্পাদিকা সুচেতা বিশ্বাস, সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য অর্ণব চৌধুরী,

জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য অমর সরকার, বিশ্বনাথ শীল ও অমল বৈশ্য মালি প্রমুখ।শিবিরে আসা সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে দলীয় নেতৃত্ব ও আইনজীবীদের দল পূর্ণাঙ্গ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। একইসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে নেতারা জানান, বিগত ও বর্তমান রাজ্য সরকারের সময় এসআইআর জটিলতা নিয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যার ফলে বহু বৈধ ভোটার দীর্ঘদিন ধরে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বাদ পড়া নাম ফেরানোর দাবিতে জেলা ও ব্লক প্রশাসন এবং জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পর্যায়ক্রমে তীব্র পথ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে দল।

জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে মহিষ পাচার, পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিনব চক্রান্ত

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এক অভিনব মহিষ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল পুলিশ। রবিবার

একটি ১৬ চাকার ট্রাকে জলের প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক লোড করে তার নিচে অমানুষিক অবস্থায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি মহিষ লুকিয়ে আসামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।হঠাৎই গাড়িটি বিকল হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ায়

স্থানীয় বাসিন্দা ও টহলদারি পুলিশের সন্দেহ হয়। ট্রাকের চালক চম্পট দেওয়ায় পুলিশ তল্লাশি চালায় এবং ট্যাঙ্কের নিচে বেঁধে রাখা মহিষগুলি উদ্ধার করে খোয়ারে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। বাসিন্দাদের মতে, পাচারের এই অদ্ভুত ও নির্মম কায়দা তারা আগে কখনো দেখে ননি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। বিজেপির স্থানীয় যুব সভাপতি সুজন মিত্র অভিযোগ করেন, পশুগুলোকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। বিগত সরকারের আমল থেকেই এই পাচারচক্র চলছে দাবি করে তিনি প্রশাসনের কাছে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 30-08-2026 21:51 Page 7

থানের আদিবাসী আবাসিক স্কুলে ২২ ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার রান্নার কর্মী

নয়া জামানা,মহারাষ্ট্র ঃ থানে জেলার একটি আদিবাসী আবাসিক সরকারি স্কুলে একাধিক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে রান্নার কাজে নিযুক্ত এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম গণপত গাওয়ালি।জানা গেছে, গত বুধবার ওই স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী স্থানীয় থানায় গণপতের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, একা পেয়ে ওই কর্মী তাঁকে হেনস্থা করেন এবং অশালীন প্রস্তাবও দেন। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তকারীরা স্কুলে গিয়ে অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তখনই জানা যায়, মোট ২২ জন ছাত্রী একইরকম অভিযোগ তুলেছে গণপতের বিরুদ্ধে। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।প্রায় দু'বছর আগে অন্য একটি স্কুলে কর্মরত থাকাকালীন গণপতের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল, যার জেরে তাঁকে কারাবাসও করতে হয়। সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি এই স্কুলে রান্নার কাজে যোগ দেন।ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পূর্ব অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তাঁকে ফের নিয়োগ দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নেপালে হড়পা বানের ধ্বংসস্তূপে উদ্ধার ৯৭ বছরের জীবিত বৃদ্ধা

নয়া জামানা ঃ প্রকৃতির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত নেপাল। হড়পা বানের ভয়াবহতায় মাত্র কয়েক মিনিটেই তছনছ হয়ে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে একের পর এক গ্রাম। দুর্যোগের চারদিন পরেও প্রতিনিয়ত বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এই বিপর্যয়ের মধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন ৯৭ বছরের এক বৃদ্ধা, যাঁকে হড়পা বানের চার ঘণ্টা পর কাদাজলের ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধার নাম গুনা মায়া বোহরা। ভয়াবহ বন্যার পর ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে তাঁকে জীবিত উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল। জেসিবি মেশিনের মধ্যে বৃদ্ধার বসে থাকার ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চোখে জল এনে দিয়েছে অনেকের।জানা গিয়েছে, গত বুধবার হড়পা বানের পর ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান বৃদ্ধা। টানা চার ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে পুলিশ ও নেপাল সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছন বৃদ্ধার এক আত্মীয়ও। তিনি জানান, বহু মৃতদেহের মধ্যে পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে খুঁজতে জানতে পারেন, বৃদ্ধা তখনও জীবিত অবস্থায় চাপা পড়ে আছেন।উদ্ধারের পরই তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। কাদামাখা, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়েও ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসার পর তাঁর মুখে ছিল যুদ্ধজয়ের হাসি, যা মন ছুঁয়ে গিয়েছে নেটদুনিয়ার।

মন কি বাত-এ উত্তম কুমার স্মরণে মোদী, শোনালেন কলকাতার স্মৃতিও

নয়া জামানা ঃ মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষের ঠিক আগে তাঁকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত-এর ১৩৭তম পর্বে বাংলার সর্বকালের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর উত্তম কুমারের জন্মের একশো বছর পূর্ণ হবে।মোদী জানান,

একবার কলকাতায় রোড শো করার সময়ে তিনি উত্তম কুমারের বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় কেউ তাঁকে মহানায়কের একটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন, যে স্মৃতি আজও তাঁর মনে রয়েছে। মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাতেও একটি বাক্য বলেন প্রধানমন্ত্রী,মহানায়ক উত্তম কুমার চিরদিন মানুষের হৃদয়ে রাজ করবেন।উত্তম কুমারের অভিনয়ের আবেগ প্রকাশ, ব্যক্তিত্ব ও পর্দায় স্বাভাবিক উপস্থিতির প্রশংসা করেন মোদী। সত্যজিৎ রায়ের নায়ক ছবির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, উত্তম কুমারকে মাথায় রেখেই ছবির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। ওই ছবিতে অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে তারকাজীবনের ভয়, সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি।তরুণ প্রজন্মের জন্য বার্তা দিতে গিয়ে মোদী বলেন, শুরুর দিকে একের পর এক ছবি ব্যর্থ হওয়ায় উত্তম কুমারকে ফ্লপ মাস্টার জেনারেল বলা হত। কিন্তু হাল না ছেড়ে কঠোর পরিশ্রমেই তিনি হয়ে ওঠেন মহানায়ক।১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্ম নেওয়া উত্তম কুমার আজও বাঙালির আবেগে জীবন্ত। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তাঁর জুটি বাংলা সিনেমায় রোম্যান্সের নতুন ভাষা তৈরি করেছিল।

নেপালের হড়পা বান থেকে রক্ষা মুম্বই ফিরলেন ৪১ পর্যটক

নয়া জামানা ঃ তিব্বত-নেপাল সীমান্তে হড়পা বানের ভয়াবহ বিপর্যয় কাটিয়ে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মহারাষ্ট্রের পর্যটকরা। চেন্নাইয়ের পর এ বার নেপাল থেকে নিরাপদে মুম্বইয়ে ফিরে এলেন রাজ্যের ৪১ জন পর্যটক। কৈলাস-মানস সরোবর দর্শন সেরে ফেরার পথেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়েছিলেন তাঁরা।শনিবার মুম্বই বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর পরিজনদের জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন পুণ্যার্থীরা, শোনান মৃত্যুর মুখ থেকে অলৌকিক ভাবে বেঁচে ফেরার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাও।মহারাষ্ট্র প্রশাসন জানিয়েছে, রাজ্য থেকে মোট ৪০৪ জন পর্যটক নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিলেন, যাঁরা সকলেই নিরাপদে আছেন। ইতিমধ্যে ৩৩৮ জনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেছে প্রশাসন এবং তাঁদের পর্যায়ক্রমে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে। সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, নেপালের এই বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩৪-এ, নিখোঁজ অন্তত ২,৪৯৮ জন।গত বুধবার সকালে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে আছড়ে পড়ে হড়পা বান। মুহূর্তে ভেসে যায় একের পর এক গ্রাম, এমনকি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তিব্বত সীমান্তের গিরংয়ের অভিবাসন দফতরও, যেখানে কৈলাস যাত্রীদের নথি ও ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হত।বোরিভালির বাসিন্দা শ্যামা শাঠের পরিবার গত দুদিন উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছে। তাঁর স্বামী সুবোধ শাঠ জানান, গত ৪৮ ঘণ্টা তাঁরা মারাত্মক উদ্বেগে কাটিয়েছেন, স্ত্রীকে সুস্থ দেখে জীবন ফিরে পেয়েছেন বলে জানান তিনি।আর এক পর্যটক স্মিতা পাওয়ার জানান, যাত্রাপথে দলের কয়েক জন অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়, ফলে যাত্রা বিলম্বিত হয়। ঠিক যে সময় গিরং সীমান্তে পৌঁছনোর কথা ছিল, সেই সময়েই হড়পা বান আছড়ে পড়ে। তিব্বতের সাগা এলাকায় আটকে পড়া স্মিতা আবেগপ্লুত হয়ে বলেন, ঈশ্বরই তাঁদের সে দিন অলৌকিক ভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

বিশকেকে এসসিও সম্মেলন একই মঞ্চে মোদী-শাহবাজ

নয়া জামানা ঃ আগামী কাল সোমবার কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে শুরু হতে চলেছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলন। ইউরোপ ও আমেরিকার আধিপত্যের বিরুদ্ধে ২৫ বছর আগে জন্ম নেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন সদস্য দেশ ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে নরেন্দ্র মোদী ও শাহবাজ শরিফ, রাশিয়া ও চিনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও শি জিনপিং, এবং কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, ইরান ও বেলারুশের প্রেসিডেন্টরা। রাশিয়া-ইউক্রেন এবং আমেরিকা-ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের যুদ্ধ চলাকালীনই এই বৈঠক হতে চলেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সম্মেলনে যোগ দিতে কিরগিজস্তান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্মেলনের ফাঁকে পুতিন ও শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা। চিন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাইডলাইনে নরেন্দ্র মোদী এবং শাহবাজ শরিফেরও কথা হতে পারে।তবে কূটনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল তৈরি হয়েছে মোদী ও শাহবাজকে ঘিরে।অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম প্রতিবেশী দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী এক মঞ্চে হাজির হচ্ছেন। এসসিও সম্মেলনের সূচনায় রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রথমে এক মঞ্চে উপস্থিত হন এবং আয়োজক দেশ অতিথিদের বরণ করার পর পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ফলে মোদী-শাহবাজের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। প্রশ্ন উঠেছে, দেখা হলে দুজনে সৌজন্য বিনিময় করবেন কি না।

> আগামী কাল সোমবার কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে শুরু হতে চলেছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলন। ইউরোপ ও আমেরিকার আধিপত্যের বিরুদ্ধে ২৫ বছর আগে জন্ম নেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন সদস্য দেশ ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে নরেন্দ্র মোদী ও শাহবাজ

অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করায় পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মহলে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ভারতের বক্তব্য, পাকিস্তানের কারণেই সম্পর্ক স্বাভাবিক হচ্ছে না। জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও নাশকতায় পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ যোগের প্রমাণ তুলে ধরে নয়াদিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে, নাশকতার আবহে আলোচনা অর্থহীন।কিছুদিন আগে আরএসএসের দুই শীর্ষ পদাধিকারী পাকিস্তানের সঙ্গে নাগরিক স্তরে সংযোগ স্থাপনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কূটনৈতিক ও সুশীল সমাজের একাংশও দরজা পুরোপুরি বন্ধ না রাখার পক্ষে মত দেন। তৃতীয় কোনও দেশে দুই দেশের কূটনীতিকদের আলোচনার খবরও ছড়ায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের কোনও ইচ্ছা দিল্লির নেই। বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্ক শুধু হাইকমিশন অফিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 30-08-2026 21:51 Page 8

ব্রাজিল-উরুগুয়ে আসছে ভারতে মাঠে না থাকার আক্ষেপ সুনীলের

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘ দুই দশক ধরে ভারতীয় ফুটবলের প্রধান মুখ ছিলেন সুনীল ছেত্রী। তাঁকে বলা হয় ভারতীয় ফুটবলের গোট বা গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, এমনকি ফিফার তরফেও স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ভারতে খেলতে আসছে জেনে এবার হিংসুটে বোধ করছেন তিনি নিজেই, কারণ সেই ম্যাচে মাঠে থাকছেন না সুনীল।এদিন ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে এক সাক্ষাৎকারে সুনীল বলেন, দর্শক হিসেবে তাঁর কিছুটা হিংসে হচ্ছে, কারণ ২৪-২৫ বছরের পেশাদার কেরিয়ারে এবং প্রায় ২০ বছর ভারতের হয়ে খেলেও তিনি এমন সুযোগ পাননি। তবে ব্রাজিল-উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নিয়ে তিনি আশাবাদী।দল নির্বাচন ও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের বাদ পড়া নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি সুনীল। তাঁর কথায়, এটি সম্পূর্ণ কোচের সিদ্ধান্ত এবং তিনি নিজেও এখন স্রেফ একজন সমর্থক। অবসর ভেঙে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, প্রায় ৪২ বছর বয়সে ঠিকমতো দৌড়োতেই পারেন না তিনি, ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সূচি প্রকাশ প্রথম দিনেই রিয়াল-ইন্টার

নয়া জামানা ঃ শুরু হতে চলেছে ২০২৬-২৭ মরশুমের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। কিছুদিন আগেই গ্রুপ বিন্যাস চূড়ান্ত করেছিল উয়েফা, এবার প্রকাশিত হল পূর্ণাঙ্গ সূচিও। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ইউসিএল। প্রথম ম্যাচেই ইন্টার মিলানের মুখোমুখি হচ্ছে ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। ফলে নিজের প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলেই মরশুম শুরু করবেন হোসে মোরিনহো।দুই দিন আগে মোনাকোয় ড্র বিন্যাস অনুষ্ঠানে ৩৬ দলের ৮ ম্যাচের সূচি ঘোষণা করে উয়েফা। ২০২৪-২৫ মরশুম থেকে চালু হওয়া নতুন ফরম্যাটে কোনও গ্রুপ পর্ব নেই।

প্রতিটি দল আলাদা সিডিং পট থেকে প্রতিপক্ষ পেয়ে মোট ৮টি ম্যাচ খেলে। ১-৮ স্থানাধিকারী দল সরাসরি রাউন্ড অফ ১৬-এ যায়, ৯-২৪ নম্বর দলকে খেলতে হয় নকআউট প্লে-অফ, আর ২৫-৩৬ নম্বর দল বিদায় নেয়।৮ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ ক্লাব ব্রুজ ও অ্যাস্টন ভিলার মধ্যে। একই দিনে এথেন্স মুখোমুখি হবে অস্ট্রিয়ার লাস্কের।ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ থেকে হবে রিয়াল-ইন্টার ম্যাচ।

৯ সেপ্টেম্বর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি খেলবে স্লোভান ব্রাতিস্লাভার বিরুদ্ধে, যাদের কোচ ইয়াইয়া তোরে লিগ পর্বে কোনও ইউরোপীয় দলকে কোচিং করানো প্রথম আফ্রিকান। একই দিনে লিভারপুল-আতলেতি ও বার্সেলোনা-ফেয়েনুর্ড ম্যাচও রয়েছে। ১০ সেপ্টেম্বর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলবে আজারবাইজানের সাবাহ এফসি।গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলির মধ্যে ১৪ অক্টোবর ম্যান সিটি-পিএসজি এবং ২০ অক্টোবর পিএসজি-বার্সেলোনা উল্লেখযোগ্য। পরদিন বায়ার্ন-আর্সেনাল ম্যাচ। ৯ ডিসেম্বর এমিরেটসে আর্সেনালের বিরুদ্ধে খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ। লিগ পর্বের শেষ দিন ২৭ জানুয়ারি, ২০২৭-এ একসঙ্গে হবে ১৮টি ম্যাচ।সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ২৭-২৮ এপ্রিল ও দ্বিতীয় লেগ ৪-৫ মে, ২০২৭।

ফাইনাল হবে ৫ জুন, ২০২৭ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ঘরের মাঠ এস্তাদিও মেট্রোপলিতানোয়, যেখানে ২০১৯ সালে টটেনহ্যামকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিভারপুল।

নেতৃত্বেও চমক বৈভবের

ডিআরএসে ম্যাচের রং বদলে দিল বেবি বস

নয়া জামানা ঃ বয়স মাত্র ১৫। কিন্তু এই বয়সেই বারবার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করছে বৈভব সূর্যবংশী। এতদিন ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালিয়েছে, কিছুদিন আগে বোলিংয়েও বিপক্ষকে জব্দ করেছিল সে। এবার নজর কাড়ল অধিনায়কত্বে। বৈভবের মগজাস্ত্রেই উইকেট ঢুকল মুকেশ কুমারের পকেটে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে নজির গড়া বৈভব ঠিক সময়ে ডিআরএস নিয়ে খেলার গতিপথই ঘুরিয়ে দিল।দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল, যে দলের নেতৃত্বে রয়েছে বৈভব। টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় পূর্বাঞ্চল। ম্যাচের ৪০তম ওভারে বল করছিলেন বাংলার মুকেশ কুমার। মধ্যাঞ্চলের আর্যান জুয়ালের ব্যাটে লেগে বল চলে যায় উইকেটকিপার কুমার কুশাগ্রর হাতে, কিন্তু আম্পায়ার আউট দেননি। পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটাররা তখন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। স্লিপে থাকা বৈভবকে মুকেশ কুমার জানান, বল সম্ভবত ব্যাটে লেগেছে। সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত ছিলেন বিরাট সিং।ডিআরএস নেওয়ার আর মাত্র তিন সেকেন্ড বাকি ছিল, তখনই সবাইকে চমকে দিয়ে রিভিউয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বৈভব। রিভিউতে দেখা যায়, বল সত্যিই আর্যানের ব্যাটে লেগেছিল। আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত দিতেই আনন্দে ফেটে পড়ে মুকেশ-মহম্মদ শামি সহ গোটা দল। বিশেষত বৈভব ও বিরাটকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এত অল্প বয়সে নেতৃত্বের চাপ যেভাবে সামলাল বৈভব, তা নিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন নেটিজেনরাও।শুরুতে অধিনায়ক হওয়ার কথা ছিল না বৈভবের। সহ-অধিনায়ক হিসেবেই দলে ছিল সে। কিন্তু ১৯তম ওভারে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ডান কবজিতে চোট পান অধিনায়ক ঈশান কিষান, যার জেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরেও উইকেটকিপিং চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি, কবজিতে স্ট্র্যাপ বেঁধে সাইডলাইনে বসে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। ঈশানের জায়গায় উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব নেন কুমার কুশাগ্র, আর দলের নেতৃত্বের ভার এসে পড়ে বৈভবের কাঁধেই।

বিশ্বকাপের আগে শ্রেয়সের বিকল্প তিলক, সংশয়ে জাদেজার জায়গাও

নয়া জামানা ঃ আগামী বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার আগে থেকেই দলগঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। টিম ইন্ডিয়ার ওয়ানডে দলের নিয়মিত সদস্য শ্রেয়স আইয়ার ও রবীন্দ্র জাদেজা হলেও, বিশ্বকাপে শ্রেয়সের বিকল্প হিসেবে তিলক বর্মাকে তৈরি রাখতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট, যাতে মিডল অর্ডার আরও শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে বিশ্বকাপের দলে জাদেজার জায়গা নিয়েও থেকে যাচ্ছে সংশয়।সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের ওয়ানডে দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার শ্রেয়স, চার নম্বরে তাঁর জায়গা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু চোট বা অফ ফর্মের আশঙ্কা মাথায় রেখেই তিলককে এখন থেকে তৈরি রাখতে চায় বিসিসিআই। টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্য হলেও ওয়ানডেতে এখনও নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি তিলক।বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিল মনে করেন, মিডল অর্ডারে কোনও প্রস্তুত বিকল্প নেই। হার্দিক পাণ্ডিয়া ও নীতীশকুমার রেড্ডি চোটপ্রবণ হওয়ায়, এমন একজনকে দরকার যিনি প্রয়োজনে চার ওভার বল করতে পারবেন, যা তিলকের পক্ষে সম্ভব। এছাড়া টপ অর্ডারে ডানহাতি ব্যাটারদের ভিড়ে বাঁহাতি তিলককে সুযোগ দেওয়ার কথাও ভাবছেন গম্ভীর।দক্ষিণ আফ্রিকার বাউন্সি পিচে বিশ্বকাপ হওয়ায় শ্রেয়সের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সেভাবে নেই, আগে অস্ট্রেলিয়ায় চোটও পেয়েছিলেন তিনি। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিও ছোটখাট চোট পাচ্ছেন এবং বিশ্বকাপের সময় কেএল রাহুলের বয়স হবে ৩৫। তাই তরুণদের গুরুত্ব বাড়ছে। এই কারণে জাদেজার জায়গায় ওয়াশিংটন সুন্দর বা অক্ষর প্যাটেলকে সুযোগ দেওয়া হতে পারে। তবে সেধুরি করেও রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে বিবেচনা না করার কারণ হিসেবে বোর্ড জানিয়েছে, তিনি মূলত ওপেনার, তাই চার নম্বরে খেলানো হবে না।

ইস্টবেঙ্গলের পর চমক মোহনবাগানেরও

সবুজ-মেরুনে যোগ দিচ্ছেন স্কটিশ স্ট্রাইকার লি এরউইন

নয়া জামানা ঃ সকালেই দলবদলের বাজারে বড় চমক দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। জাতীয় দলে খেলা অভিজ্ঞ অ্যাটাকিং মিডিও রেনিয়ের ফার্নান্ডেজকে সই করিয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। এবার দুপুর গড়াতেই জানা গেল, বাগানে ফুল ফোটাতে আসছেন লি হ্যারি এরউইন। মোহনবাগানের আক্রমণভাগের শক্তি বাড়াতে স্কটিশ স্ট্রাইকার সোমবার রাতেই শহরে চলে আসছেন এবং মঙ্গলবার থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়বেন।৩২ বছর বয়সি অভিজ্ঞ এরউইনের সঙ্গে সবুজ-মেরুনের চুক্তি হয়েছে এক বছরের জন্য। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এরউইন মূলত বক্স স্ট্রাইকার, যিনি গোলের মুখ খুলতে সিদ্ধহস্ত। শক্তি ও স্কিলের মাধ্যমে বিপক্ষের রক্ষণ ছত্রভঙ্গ করতে দক্ষ তিনি।উচ্চতার সুবাদে সেট পিসেও যে কোনও মুহূর্তে গোল করার ক্ষমতা রাখেন। গতবছর জর্ডনের ক্লাব আল ফয়সলিতে খেলা স্কটিশ জাতীয় যুব দলের প্রাক্তনী এরউইনের রয়েছে দীর্ঘ ক্লাব ফুটবল অভিজ্ঞতা। সবুজ-মেরুন জার্সিতে ছন্দে না থাকা জেমি ম্যাকলারেনের ব্যর্থতা এরউইনের আগমনে অনেকটাই ঢাকা পড়বে বলে আশাবাদী সমর্থকরা।স্কটিশ লিগ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ক্লাবেও খেলেছেন এরউইন। মাদারওয়েল, লিডস ইউনাইটেড, বারি এফসি, ট্যাক্টর এফসি-র মতো ক্লাবে খেলার পাশাপাশি এশিয়ার নামী ক্লাবেও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তাঁর যোগদানে পানোসের দলের শক্তি অনেকটাই বাড়ল। চুক্তিতে সই করার পর এরউইন বলেন, ভারতে প্রথমবার খেলতে আসছেন তিনি। একাধিক আইএসএল ক্লাবের প্রস্তাব থাকলেও ভারতের সেরা ক্লাব হওয়ায় মোহনবাগানের প্রস্তাবেই সম্মতি জানিয়েছেন।স্কটিশ বন্ধুদের কাছে মোহনবাগানের পেশাদারিত্ব ও দর্শনের প্রশংসা শুনেছেন তিনি, যা বিশ্ব ফুটবলের যে কোনও ক্লাবের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। সাফল্য ও ঐতিহ্যের বিচারেও এই ক্লাবের ধারেকাছে কেউ নেই বলে জানান তিনি। সমর্থকদের ভালোবাসাও সবুজ-মেরুন জার্সি পরার অন্যতম কারণ বলে জানিয়ে এরউইন বলেন, দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে দলকে ট্রফি জেতানোই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।